আরতি

শ্রীনলিনী মোহন শাস্ত্রী



এন, এম, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

প্রকাশক— এন, এম, রায় চৌধুরী—প্রোপ্রাইটর।
এন, এম, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাস
দি বেঙ্গল ইকনমিক্যাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যে মোরে সর্ব্বস্ব দেছে, তারে দিতে তুচ্ছ এই দান
সরমে মরমে মরি ; তবু দিতে হবে প্রতিদান ;
ভাষায় রচেছি রাজ্য হৃদয় মথিয়া তুলি বাণী
সে সাম্রাজ্যে, হে কল্যাণি, তোমারেই ক'রে দিনু রাণী।

ভূমিকা

এই কবিতাসঞ্চয়খানির কিছু বিশেষত্ব আছে, তাই এই পরিচয়পত্র।

এ কবি নবীন নন যদিও এই হ'ল তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কবিতা তিনি পঁচিশ বছরের ওপর ধ'রে লিখে আসছেন তবে তা তিনি প্রকাশ করেননি। এটা প্রতিকূল সমালোচনার ভয় হেতু যে নয় তাঁর কবিক্ষমতাই তার পরিচয়। কবিতা তিনি তাঁর নিজের খেয়ালেই লিখে যেতেন কোন দিন প্রকাশ করবেন এ চিন্তা তাঁর মনে জাগত না। যে কবিতার প্রেরণা যশের আকাঙ্ক্ষায় নয়, নিছক মনের আবেগে তার দাম কতখানি, পাঠক বিবেচনা করবেন।

আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছায়ই তাঁর এই কাব্য সঞ্চয় আজ প্রকাশ করবার অনুমতি পেয়েছি। কবিতা নির্ব্বাচনের ভার এবং সাজানর ভার সম্পূর্ণ আমার ওপর ছিল। কবিতাগুলি নানা বয়সের লেখা হ'লেও বিষয় অনুসারে তা সাজান হ'য়েছে। কবিতাগুলি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় হ'তে সপ্তদশ সংখ্যক কবিতার বিষয় দেবতা, অষ্টাদশ

হ'তে উনত্রিংশ সংখ্যক কবিতার বিষয় নারী এবং ত্রিংশ হ'তে শেষ পর্য্যন্ত বহির্জ্জগত। কবির মনকে বাহিরের জিনিষ তিন ভাবে প্রেরণা দিয়েছে—এক দেবতা ভাবে, দুই প্রিয়জন ভাবে ও তিন সাধারণ বস্তু ভাবে। এই তিন জাতীয় প্রেরণাকে ভিত্তি ক'রে কাব্যসঞ্চয়টীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছে।

কুষ্টিয়া
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ } শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বন্দে	বন্ধে	৭	১
শিথী	শিখী	১২	১৮
দিয়ে	দিও	১৪	১০
বাণি	বাণী	১৬	৬
খোলা	খেলা	২১	৯
রবে ঘুরে	বাবদূক	২৪	৫
কোলের	কালোর	৩৭	৬
তান	তাল	৩৭	১১
নাহি	নাই	৩৯	৯
আত্ম জ্ঞানে	আত্মা জানে	৬১	৩
তোমার	সমাস	৬২	৭
মাথে	মাতা	৬২	১৩
কেশের	কাশের	৭১	১৯
কোকে	কোক	১১৪	১০



মুক্তি।



বন্ধ ছিলে খাতার পাতায়
অন্ধকারের অন্ধকারায়—
আজ তোমাদের মুক্তি দিলেম
হাজার লোকের চোখের তারায়!—
যেই আনন্দ বেদনাতে
বেরিয়েছিলে শারদ প্রাতে
আজ শিশিরের ঝরাপাতে
কাঁপন যেন না তার হারায়

কোন চোখে যে ঝর্‌বে বারি—
কোন চোখে বা ফুট্‌বে হাসি—
কোন চোখে বা জাগ্‌বে বিরাগ—
আজ মিছে সে ভাবনা রাশি ;
পাখী সেত আপনি ডাকে
সুর দিয়ে তার বেদনাকে—
কার তারিফের আশায় থাকে ?
তান ছুটে তার তারায় তারায় !

অন্ধদিনের বন্ধুরা মোর,
দুঃখে সুখে মৌনী সাথী,
এ বন্ধুরে দিলেম ছাড়ি
আপন তানে যাওহে মাতি'-
নদী যেমন আপন বেগে
গুহার আঁধার স্বপ্নে জেগে
কোন পাগলের পরশ লেগে
বেরিয়ে পড়ে লক্ষ ধারায় !



আমার দেবতা তুমি

—:*:—

তুমি　　আম্রমুকুল গন্ধে—
তুমি　　কবির গীতিকা ছন্দে—
তুমি　　রবির আলোকে চন্দ্র কিরণে
মুক্তির মাঝে বন্ধে ;—
দেবতা আমার শত সাধনার চরণ তোমার বন্দে।

তুমি　　সিন্ধু উরমি ভঙ্গে,
তুমি　　শিখীর পুচ্ছ রঙ্গে,
তুমি　　উষার শিশিরে মলয় সমীরে
নিশার তিমির অঙ্গে;
উৎকটে তুমি, সুন্দরে তুমি,—দূরে তুমি—তুমি সঙ্গে

তুমি কোমলতা মাঝে চণ্ড,
তুমি ক্ষমার ভিতরে দণ্ড,
তুমি মৌনীর মাঝে মহাপ্রগল্ভ,
শত সাফল্যে পণ্ড ;
এস এ হৃদয়ে করুণ কঠোর পূর্ণ অথচ খণ্ড

তুমি বকুল মালতী কুঞ্জে,
তুমি কোকিল ভ্রমর গুঞ্জে,
তুমি মধুর নূপুরশিঞ্জনে,—তুমি—
শারদ জলদ পুঞ্জে ;
তব প্রেম সুধা নিখিল বিশ্বে অবিশেষে সবে ভুঞ্জে

তুমি প্রলয়ের ঘোর শঙ্খে,
তুমি বজ্রের মহাতঙ্কে,
তুমি শরতের নীল নির্ম্মল নভে,
বরষার তুমি পঙ্কে ;
তুমি দাও ভয়, ভয়ে দয়াময় তুমি তুলে লও অঙ্কে

মুনি　পায়নি তোমারে জল্পে,
তুমি　প্রথিত তথাপি গল্পে,
তুমি　অনাদি অসীম তবু পরি-মিত—
　আপন রচিত কল্পে ;—
ভূমা তুমি রহ অণিমার মাঝে, উচিতে অধিকে অল্পে।

তুমি　সবার ভিতরে সর্ব্ব,—
তুমি　দুর্ব্বল জন গর্ব্ব,—
তুমি　শোক রজনীর ক্রন্দন মাঝে,
　শুভ আনন্দ পর্ব্ব ;—
তুমি দাও দেব দেহের দর্প, তুমিই কর তা খর্ব্ব

তুমি　ভালয় অথচ মন্দে,—
তুমি　আলোয় অথচ ধন্দে,—
তুমি　কালোয় ধবলে মিছে কোলাহলে
　কবির গীতিকা ছন্দে ;—
সাধনার ধন মম আরাধন তোমার চরণ বন্দে !



সদানন্দ।

——:*:——

শত আনন্দ শত আশঙ্কা
শত অতৃপ্তি মাঝে
সুন্দর তব হৃদয়ানন্দ
বন্দ্য মূরতি রাজে ;
ধনী দীন খল সাধু অন্তরে,—
সিন্ধু সলিলে, মরু প্রান্তরে,—
মন্দিরে, গৃহে, গিরি কন্দরে,—
তব মন্দিরা বাজে
শত আনন্দ শত আশঙ্কা
শত অতৃপ্তি মাঝে।

নব জীবনের প্রথম আলোকে
বিহগ উঠিলে ডাকি'
হে-করুণাময়, মরণের ছায়া
মায়ায় রাখিলে ঢাকি'

একদা আবার জীবন বন্দে
মরণ নামিলে করুণ ছন্দে
বাজালে বিষাণ কি মহানন্দে
শিব শঙ্কর সাজে
শত আশঙ্কা শত অতৃপ্তি
শত আৰ্ত্ততা মাঝে !

সিন্ধু মথিয়া গরল উঠিল,
বিশ্ব কাঁপিল ত্রাসে ;
হে নীলকণ্ঠ, সৃষ্টি রাখিতে
সে বিষে পুরিলে গ্রাসে ;
তখনো তোমার শুভ ওঙ্কার
দিক্ দিগন্তে দিল ঝঙ্কার
বিস্মিত চোখে বিশ্ব পুলকে
শুদ্ধ তোমার কাযে
শত আৰ্ত্ততা শত আশঙ্কা
শত ক্রন্দন মাঝে !

*অশিব যজ্ঞে দক্ষ যেদিন
দুঃখ বরণ করে,
কাঁপিল বিশ্ব সতী দেহপাতে—
তোমার টনক নড়ে ;
সতী ফিরে দাও শুধু এই চাই
দাঁড়ালে সভায় ক্ষণকাল তাই—
তব আনন্দ কিছু কমে নাই—
সেদিন ধ্বংস সাঁঝে
শত আর্ত্ততা শত আশঙ্কা
শত ক্রন্দন মাঝে !

বিশ্ব বিজয়ী মদন যখন
মারিল পুষ্প শর,
কামনা বিহীন তোমার দৃষ্টি
পড়িল তাহার' পর-
সন্ন্যাসী তব জ্বলিল নয়ান,
চূড়ার চন্দ্রে ভাতিল বয়ান,
ভস্মাবশেষ রহিল শয়ান
তখন ধূলির মাঝে ;
প্রণব ছন্দে কি মহানন্দে
তোমার বিষাণ বাজে।

যবে সুমন্ত আশ্রম হ'তে
গঙ্গারে করে দূর,
অপবাদ ভয়ে নাহি দিল ঠাঁই
মানব অসুর সুর—
ধূর্জ্জটি তুমি পাগলের বেশে,—
নিরপরাধারে তুমি নিলে কেশে,—
পাষাণও গেল সে করুণায় ভেসে
মুছিয়া সকল লাজে
শত আশঙ্কা শত অতৃপ্তি
শত আনন্দ মাঝে!

চিতার ভস্ম বিভূতি তোমার,—
বৃষভ বাহন তব,—
সঙ্গের সাথী নন্দী ভৃঙ্গী,
ওগো চির অভিনব!

ধুস্তুর ফুলে তৃপ্ত ভিখারী
সব সম্পদ হেলায় নেহারি
সুন্দর হর শ্মশান বিহারী
তোমার মূরতি রাজে
শত আনন্দ শত আশঙ্কা
শত ক্রন্দন মাঝে !



বন্দনা



হে আমার চির সুন্দর,
হে আমার চির পূজ্য,-
এসো ভরি হৃদি কন্দর
বাজিলে মরণ তূর্য্য ;
ইঙ্গিতে বিহগ কুহরে,
নদী চলে লহরে লহরে,
মহাদেশে সমীর শিহরে,
ফুটে তারা শশী সূর্য্য ;
হে আমার চির সুন্দর,—
হে আমার চির পূজ্য !

জীবনের কূট পন্থায়
সব চেয়ে ধ্রুব সঙ্গী,—
রাজ সাজে রহি কন্থায়
সম তব আঁখি-ভঙ্গী ;
আলোকে আঁধারে নাই ভেদ,—
দুঃখ দৈন্যে নাই খেদ,—
বাসনার তব সব ছেদ,—
সকল কামনা তুচ্ছ ;
হে আমার চির সুন্দর,—
হে আমার চির পূজ্য !

তোমার করুণা মণ্ডিত
ফুটে বেল যুথি চম্পা ;
সকল মাধুরী খণ্ডিত
না পেলে ও অনুকম্পা ;
তব শোভা লয়ে নভো গায়
রামধনু তবে শোভা পায়,
তব রূপে তব গরিমায়
সুন্দর শিখী পুচ্ছ ;
হে আমার চির সুন্দর,—
হে আমার চির পূজ্য ।

তব নামে সব গৌরব—
তুমি নাশ সব শঙ্কা—
কুসুমের তুমি সৌরভ—
বিজয়ের জয় ডঙ্কা—
তুমি সরলতা জলীয়ের—
তুমিই দাঢ্য কঠিনের—
অসীমতা তুমি গগণের—
জগতের নীতি গুহ্য ;
হে আমার চির সুন্দর,—
হে আমার চির পূজ্য !

সম্পদে তুমি সঙ্কোচ—
দুঃখের তুমি শিক্ষা—
দৈন্যের তুমি সন্তোষ—
মন্ত্রের তুমি দীক্ষা—
জীবনের তুমি নিশ্বাস,
ভক্তির তুমি বিশ্বাস,

হতাশার তুমি আশ্বাস,
যুক্তির তুমি যোজ্য ;
হে আমার চির সুন্দর,—
হে আমার চির পূজ্য !

বিশ্ব তোমার মন্দির—
তোমার মহিমা সর্ব্ব ;-
তোমারে ভুলিয়া বন্দীর
হৃদয়ে কতনা গর্ব্ব !
নিওনা প্রভু সে অপরাধ,
দয়া করে দিয়ে দিও বাদ,
ব্যথিত চরণে, দীন নাথ,
বাজিলে মরণ তূর্য্য ;
হে আমার চির সুন্দর—
হে আমার চির পূজ্য।



ভ্রম।

—— ⁘ ——

অসীম তোমারে মনে সসীম কল্পনা করি,
নির্গুণ সগুণ ভাবি দয়া চাই তব, হরি,
নিজে শত করি পাপ পাই তারি অনুতাপ
দোষারোপ করি তবু নির্ব্বিকার তবোপরি।
তুমি দেব সবজান—তুমিত চেতনা ময়—
মায়িক জগতে মিথ্যা জন্ম মৃত্যু জরাভয়;—
আজি ভেঙ্গে দাও ভুল অকূলে মিলাও কূল
নলিন ঝরিয়া যাক তোমার স্বরূপ স্মরি'।



কাছে।

—:*:—

কাছেই তুমি আছ আমার, প্রভু,
হাত বাড়াইলেই বাঁধ আলিঙ্গনে!
বাতাস তোমার উষ্ণ শ্বাসের মত
গায়ে এসে লাগছে ক্ষণেক্ষণে!
স্পন্দ বুকে তোমার চরণ ধ্বনি,
তোমার বাণি কাঁকণ রণরণি,
তোমার হাসি ঠিক্‌রে মালার মণি
তোমার প্রীতি আঁখির বরষণে!

তবু হে নাথ, এমন মনের ভুল—
অন্তরে যা' বাইরে খুঁজে মরি,
মিলন মাঝে বিরহ গান গাই,
কাছে চাহি দূরই বেশী করি!
চোখে কাণে পাওয়াই আমার পুঁজি—
তাইত তোমায় পাইনা সোজাসুজি,—
ইন্দ্রিয় সব বন্ধ ক'রেই বুঝি
দেখ্‌ব তুমি গাঁথা প্রাণের সনে!



মন কাড়া।

——:*:——

সেদিন তুমি এমনি ভাবে
চেয়েছ,
প্রাণের তারে ঝঙ্কারিয়া
গেয়েছ,
সুরলহরে জোয়ার ডাকে—
কূলের বাধা থাকে না থাকে—
ফুলিয়া উঠি লক্ষ পাকে
ছেয়েছ!
সেদিন তুমি এমনি ভাবে
চেয়েছ!

সেদিন পাখী গেয়েছে বসি
বকুলে,
বসেছে অলি সরসচূত—
মুকুলে,

মরাল ছিলে পদ্ম বনে,
কলস লয়ে ঘাটের কোণে
আমারে তুমি অনবধানে
পেয়েছ !
সেদিন তুমি এমনি ভাবে
চেয়েছ।

এমনি ক'রে আমারে লহ
কাড়িয়া
আপন করে কালিমা মলা
ঝাড়িয়া ;
তোমারে হেরি মরমে মরি,-
চরণ কিসে বরণ করি ?
পসারি করে ধরিতে বুকে
ধেয়েছ ;
সেদিন তুমি এমনি ভাবে
চেয়েছ !



আমার সকল কাজে

—:*:—

আমার সকল কাজে, প্রভু,
আমার সকল কাজে
তোমার কর রেখা পড়ে
তোমার গীতি বাজে!
বর্ষা-বাদল ক্ষুব্ধ প্রাণে
তোমার বীণা ঝিমিয়ে আনে,—
জীবন-ফুলের পাতায় তোমার—
দখিন হাওয়া নাচে!

কোথাও কিছু তীব্র আঘাত
কোথাও ঝিমির ঝিমির
কোথাও সোণার আলোক রেখা—
কোথাও ঘন তিমির!
হউক ভুলে—হউক ছুলে—
লুকিয়ে কোথাও—কোথাও খুলে—
নামাও নীচে—ধর তুলে
উঠা পড়ার মাঝে!

ছুট্‌ছি কোথাও, পড়ছি কোথাও,
দাঁড়িয়ে আছি কোথা,-
ঘুম-জাগরণ-মালা আমার
তোমার বিনানো তা' :
অশ্রু আমার তোমার বারি ;—
হে মোর রথের রশ্মিধারী,
চালাও সকল যশোমাঝে—
চালাও সকল লাজে !-
আমার সকল কাজে, প্রভু,
আমার সকল কাজে !



সারথি।

——:*:——

সারথি—আমার সারথি,
জীবন-দ্বাপরে মহা সংগ্রামে
বিমুখ যখন ঘুমাই আরামে
জাগাতে আমারে নিয়ত এধামে
ঘোষিয়াছ তব ভারতী!

আমি বুঝি নাই সে গীতাছন্দ—
করিয়াছি অবহেলা;
পূজার গোষ্ঠে গোপাল সাজায়ে
তোমারে করেছি খেলা;

বাজায়েছ মম বিবেক বাঁশরী
মনে ক'রে দিতে যে সুর পাশরি,
পারিনি চিনিতে চিনি চিনি করি
মঙ্গল ওই মূরতি!
সারথি—আমার সারথি!

আমি ভাবিয়াছি আমারি আদেশে
তুমি চালাইছ রথ,—
ভাবি নাই কোথা হইতে প্রয়াণ
না দেখালে পথ ;

সখা ভাবিয়াছি—ভেবেছি ভৃত্য,—
সেই অপরাধ ক্ষমেছ নিত্য ;
অর্ঘ্য আশিষে ভরেছ চিত্ত
করিয়া প্রেমের আরতি !
সারথি—আমার সারথি !

সংযত কর রিপু তুরঙ্গ
জ্ঞানের রশ্মি টানি';-
করি দাসত্ব—তবু মনে মনে
রথীর গরব মানি !

মহারথি, ভাঙ্গ বৃথা অভিমান,
বন্ধনে কর মুক্তি প্রদান ;
আলেয়ার আলো ছায়া ভোজবাজী
সকলেরি হোক বিরতি ;
সারথি—আমার সারথি !

এসনা কান্ত রূপে।

—:*:—

ভৈরব ভীম ঝঞ্ঝা শিখায় চড়ি'—
এস ধূমকেতু উল্কা বজ্র ধরি'!
যাহা অযোগ্য কি কাজ তাহার ভিড়ে?
ভেঙ্গে চুরে দাও ভাঙিবার মত নীড়ে!
ত্রাসে প্রাণিকুল তুলুক আর্ত্তরব!
ভুলুক স্বার্থ ক্ষণিকের তরে সব
চেয়ে চেয়ে নিজ ভগ্ন মাটির স্তূপে;
এসনা, দেবতা, কোমল কান্ত রূপে।

বহুকাল ধরি' শান্তিতে করি' বাস
শিখেছি পরের করিতে সর্ব্বনাশ;
অলস বিলাসে অঙ্গ পড়েছে ঢ'লে
নবনীর মত কোমল শয্যাতলে;
আজ ভরে দাও রিক্ত বিশ্বে তুলি',
ধূলার শিশুরে মাখাইয়া দাও ধূলি,
মণ্ডুক তার মরুক অন্ধকূপে;
আজ এসনা, দেবতা, কোমল কান্ত রূপে।

আজ তুমি এস ন্যায়ের দণ্ড ধরি'
ভণ্ডামি যত খণ্ড খণ্ড করি' ;
যারা করে কাজ মাথার ঘর্ম্ম ফেলি'
ঘৃণ্য বলিয়া তাদের রেখেছে ঠেলি
রবে দূরে যত, নামাও তাদের শির ;-
কর্ম্মীর পাশে দাঁড়াও, কর্ম্মবীর।
কাদা ধূলা মাখি' বসে সে বৃষ্টি ধূপে।
তুমি এসনা, দেবতা, কোমল কান্ত রূপে।

অন্তর যার অশুচি নিরয় চেয়ে
বাহ্য আচারে মরিতে সে আসে ধেয়ে
হৃদয় যাহার ঘৃণিত পিশুন খনি
শিখাও টীকায় সে সাজে সাধুর মণি।
উদার চরিত কাঙালের দুখ বহি'
অহরহ রহে সমাজ পীড়ন সহি'।—
সে যাতনা তুমি কেমনে রহিবে চুপে ?
এস কাঙালের হরি, বজ্র কঠোর রূপে।



শোধন

—:*:—

পলকা আমার ঠুনকো আমার যেথা
সেইখানেতে ঘা মেরেছ, গুণী,—
ছিঁড়েছ জাল আলগা বাঁধন দেখে
যেন তাহা নূতন করি বুনি।
ধূলার উপর ধূলা আসি ক্রমে
বহু যুগের পাথর গেছে জমে,
শস্যে সবুজ হবে বলেই রাজা
পাথর কেটে বহাও সুরধুনী।

আমায় ত আর রাখছ না, নাথ, শিশু,
পিতার গরব নিতেই হবে মোরে,
জান্‌তে হবে তোমার বাঁধা বিধি,
দেখ্‌তে হবে সৃজন ক'রে ক'রে ;
রথীর আসন না যদি নিই ধ'রে,
চাকার তলে যেতেই হবে মোরে ;
লাগামখানা আমার হাতে দিয়ে
উদাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, হে মুনি !

পরাজয়ের বর দিয়েছ মোরে
দুঃখ যেন জয় করিতে পারি,—
রুদ্র তেজে শুষেছ সব স্নেহ
ঢাল্‌বো ব'লে শান্তি শীতল বারি।
ভাঙ্গন—সে ত গড়ার প্ররোচনা—
বাঁধন—সে ত মুক্তিরই বেদনা—
বিশ্ব-শিখীর পুচ্ছ দোলার সাড়া
বজ্র কঠোর মেঘের রবে শুনি।



আঘাত কর

-:*:-

আঘাত কর আঘাত কর—
আঘাত কর মোরে-
পীড়ন কর দহন কর—
পেষণ কর জোরে।
বজ্র তব অগ্নি তব,
হে প্রভু, বুক পাতিয়া লব ;
স্বর্ণ মম বলয় হবে
কঠোর তব করে ;
আঘাত কর আঘাত কর—
আঘাত কর মোরে।

মলিন যাহা যা'ক সে খ'সে,
হ'ক সে পুড়ে ছাই,
অনত যাহা পিটিয়া পাতে
আনত কর তাই ;

তুলায় শুয়ে আতুরে ছেলে
জীবন যাপি কি অবহেলে !
কাজের মত মানুষ কর—
কঠিন ভব ঘোরে—
আঘাত কর আঘাত কর—
আঘাত কর মোরে !

সকল আশা ব্যর্থ কর
কর হে কর দূর ;
সোণার সুখ-স্বপ্ন মম
ভাঙিয়া কর চূর ;
নিঙাড়ি সারে বাহিরে আনো,—
অসারে তব দণ্ড হানো ;
শুদ্ধ হব নিঠুর ঘায়ে
বিষের জ্বালে জরে ;
আঘাত কর আঘাত কর
আঘাত কর মোরে



ভুল করিতে দাও।

—:•:—

ভুল করিতে দাও হে আমায়—
    এমনি বারে বারে—
ভুল দিয়ে ঠিক সত্যকে মন
    চিন্‌তে যেন পারে ;
শিশুর চলা পড়ার মাঝে
লক্ষ যে ভুল লুকিয়ে আছে,—
তাই সে নেচে দাঁড়ায় হেসে
    ভৃগুপাতের ধারে ;
ভুল করিতে দাও হে আমায়
    এমনি বারে বারে।

স্বস্তি সে ত জড়ের জীবন,—
    দাও মোরে ব্যস্ততা,
বিপদরাশি বরণ করার—
    দাও সে স্বাধীনতা॥

বিজ্ঞ যাঁরা সুসাবধানী
তাঁদের নিষেধ নাইক মানি,—
হাল ছেড়ে না বসি যেন
উতল পারাবারে
ভুল করিতে দাও হে আমায়
এমনি বারে বারে।



অমিল কবে ঘুচ্‌বে

—:*:—

বুকের ভাবে মুখের ভাষায়—
হাতের কাজে মনের আশায়—
অমিল কবে ঘুচবে মরি মরি!
সাদা কথায় সহজ ভাবে
তোমায় কবে বলা যাবে
নিছক শুধু "হরি আমার হরি"।
অলঙ্কারে বিশেষণে সীমা তোমার আন্‌ছি শুধু টানি'—
লুকাই যাহা তোমার কাছে সতত তার চল্‌ছে কানাকানি—
আলো ছেড়ে আলেয়াতে মত্ত হ'য়ে মস্তকে কর হানি,
লোক দেখানো কত না ছল করি;
অমিল কবে ঘুচ্‌বে মরি মরি!

কবে চর্ম্ম বিহীন চক্ষে
কবে মর্ম্ম গোপন কক্ষে—
শিশুর মত ডাক্‌ব ডাকার নেশায়

পাখীর মত সহজ সুরে
তোমার নামে কণ্ঠ পূরে
গাইব কবে শুধু গানের পেশায় !
নামের মানে কথার মানে নাই বা বুঝি, বুঝতে নাহি চাই-
তোমার সে নাম তোমার বলে আনন্দেতে মত্ত হয়ে গাই ;
দ্বিধা হীনের অসংশয়ে আমার মাঝে তোমায় যদি পাই
অসঙ্কোচে সকল পরিহরি,
এমনি অমিল ঘুচবে কবে মরি।



পূর্ণিমা

—:*:—

চাঁদের আলোর ঢেউ লেগেছে
নিঝুম রাতে ঘুমের মাঝে—
গোপন প্রাণের স্বপ্ন আমার
তোমার ছায়া দোতুল রাজে !
অর্ঘ্য দেওয়া চাঁপার মত
কাঁপছে হৃদয় অবিরত ;
ভাসিয়ে নে যাও, ডুবিয়ে নে যাও
যেথায় তোমার নূপুর বাজে !

তোমার কোমল স্পর্শ দিয়া
হর্ষ জাগাও শিরায় শিরায় !
শূন্য জীবন বেলাভূমি
ভরিয়া যাক্ মুক্তা হীরায় !

আঁকা চোখের বাঁকা ঠারে
এমন ঘন জ্যোৎস্না হারে!
ফুটিয়ে তোল মোহন হাসি
দাঁড়াও বারেক মোহন-সাজে!

গোপন প্রাণের আঁধার রাতের
হে সুন্দরি! হে পূর্ণিমা!
নিত্য ঢালো বিমল আলো;
কোথায় আদি কোথায় সীমা?
তোমার উদয় ভাবছি যবে
এই ত সেদিন আমার ভবে,
তোমার মাঝের নিত্য নারী
ক্ষমার হাসি হাস্‌ছে লাজে!



তৃপ্তি

-:*:-

আমারে দিয়াছ যাহা তাহাই প্রচুর মানি'
অযথা বিলাপে যেন অশান্তি না মনে আনি ;
যা কিছু আমার বলে ছুঁড়ে ফেলে দেছ কোলে
হাসি মুখে দিই যেন তুমি যদি লও টানি ;

কারে দেছ স্বর্ণ রথ কাহারে দেখাও পথ
হে প্রভু তা ল'য়ে যেন নাহি করি দ্বেষ গ্লানি ;
শত দুঃখ সুখ মাঝে তব মূর্ত্তি যেন রাজে
আমার দীনতা মাঝে বাজে যেন তব বাণী ;

সব যবে হবে ভুল অকূলে পাব না কূল
অন্ধকার চারিধার কেঁপে উঠে মহাপ্রাণী ;
সেদিন আমার মাথে সকরুণ আঁখি পাতে
হে প্রভু তুলিয়া দিও তোমার ও পা দুখানি।

লক্ষ্মী পূর্ণিমায়

এই এসেছে তোমার আলো
আমার কক্ষ বাতায়নে !—
ঘুচ্‌ল আজি সকল কালো
তোমার পুলক লাগা মনে !
ভেঙেছে বাঁধ জোৎস্না স্রোতে !
নাম্‌ল শ্রী ওই এই জগতে
বিলাতে তার আঁচল হতে
কী সম্পদে জাগাজনে !

শিহরিত আজ সমীরণ
দিগ্বিদিকে বার্ত্তা বহি'
"ঘুমাস নে আজ ঘুমাস নে মন"
মনের বনে চল্‌ছে কহি' !
পরশ তব লাগ্‌ছে এসে
এই যে আমার পাঁজর ঘেঁষে !
আজ যেন ঠিক সম্পদে সে
ধ'রে রাখি আপন মনে !



৺মহা অমানিশা

—:*:—

আঁধারের কি নাই কোন শ্রী
　　　　তাই দেখালে তোমার কালো!
আজ মনে এই সার জেনেছি
　　　　তোমার দেওয়া সকল ভালো;
চোখ যেখানে ঠিক্‌রে আসে
জমাট ঘন কোলের পাশে—
অন্ধ সুরের ছন্দ ভাসে,—
　　　　অরূপ সেথা ঝলমলা লো!
দোলে যেন ওই মহাকাল
　　　　সীমাহারা একটি রাতে!
শ্যামা মায়ের ওই শোন তান
　　　　নৃত্য দোদুল চরণ পাতে!

এক রঙে সব রঙের কাঁপন—
এক অসীমে পর ও আপন—
ভেঙে লক্ষ সুরের স্বপন
ঋ-ঋ সুরে সুর মিলালো!
আঁধারের কি নাই কোন শ্রী
তাই দেখালো তোমার কালো

এমনি যবনিকা ঢাকা
পয়লা বাঁকের ওই ওধারে,
এমনি কালো মসীমাখা
ওই মোহনার পর পারে ;—
ঝিকি-মিকি স্রোতের জলে
তারার প্রতিবিম্ব জ্বলে,
আকাশ চেয়ে কুতূহলে
মৌন গানে মীড় লাগালো!
আঁধারের কি নাই কোন শ্রী
তাই দেখালো তোমার কালো!

আজ কী কালো গাল্‌চে পাতা
ঝিঁঝিঁর ডাকে লিপ্তাসনে
আজ নেমেছে ভুবন মাঝে
পূর্ণ রূপে আঁধার বনে !
সুন্দরের এই ছায়া বাজী
মনের কালি ঘুচায় আজি,
সাজিয়ে পূজার ফুলের সাজি
ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালো !
আঁধারের কি নাহি কোন শ্রী
তাই দেখালো তোমার কালো।



রমণী।

——:o:——

আমার ভগ্ন জীবন প্রাতে
ঢালো সুধার ধারা,
শুভ্র আলো আঁধার রাতে,
ওগো তোমরা কারা?
কোথায় যে কোন বকুল বনে
গন্ধ আকুল অলির সনে,
মন্দ সমীরণের স্বনে
মেল আঁখির তারা,
আমার ভগ্ন জীবন প্রাতে
ওগো তোমরা কারা?

সবার স্বার্থ মাঝে রাজে
বিমল স্বার্থ ত্যাগ-
শত অনাদরের মাঝে
এতই অনুরাগ!

আমি ভাবি তোমরা সবে
ধরার বুঝি কেউনা হবে,—
এসেছ এ দুখের ভবে
পথিক পথহারা !
আমার আঁধার রাতে আলো
তোমরা সবে কারা ?

বিধির পাশে কাতর ভাষে
এক ভিক্ষা মাগি—
থেকো সদাই মোদের বাসে
আনন্দেতে জাগি ;
লক্ষ্য হতে কোনও মতে
ভ্রংশ যেন না হয় পথে ;
দৃষ্টি রাখি আদর্শতে
ছুট পবন প্যারা ;—
আমার ভগ্ন জীবন প্রাতে
তোমরা সুখ তারা ।



গাথা।

এতবার আমি করেছি যতন
তোমারে চিনিতে, সই,
ফিরেছি নিরাশ মনে বার বার ;
চিনিতে পেরেছি কই ?
কর পুলকিত আমার জীবন,
কর আলোকিত আমার ভুবন,
জানিনা কে তুমি ? মত্ত পবন
উপহাস করে ওই !
এতবার আমি করেছি যতন
তোমারে চিনিতে, সই

আমি ভাবি পিক রসালের শাখে
কি বৃথা কাকলী করে
যদি সে শুনিত তোমার কণ্ঠ
লাজে বুঝি যেত ম'রে
হেরিলে তোমার যুগল লোচনে
হরিণী পলাত গহন বিজনে,
চকোর লুকাত চাঁদের পিছনে
সরম কাতর হই' !
এতবার আমি করেছি যতন
তোমারে চিনিতে, সই

কেমনটি চাই

তোমায় আমি কেমনটি চাই—
না পাই ভেবে মনে ;
কতই নূতন কল্পনা সে
জাগে প্রতিক্ষণে !
শ্রুতি পীড়ক মিথ্যা রবে
দিচ্ছে তাড়া জগৎ যবে,
শ্যামা সারি হওগো ভাবি—
আমার কুঞ্জ বনে,—
ঝঙ্কারিয়া শিষেগানে—
ভরে দাও এ নীরব প্রাণে,
বেসুর তারে লাগায়ে সুর—
মিলাও কলস্বনে !

আবার ভাবি মনে-
দিগ্বিদিকের নানা রাগে
নেত্রে যবে ধাঁধাঁ লাগে,

ইন্দ্রধনু হয়ে দাঁড়াও
আমার গগন কোণে,—
রঙের পরে রঙ ফলায়ে
ব্যাকুল নয়ন মন ভুলায়ে
সব কালিমা মুছিয়া দাও
আলোর আবরণে !

নাসায় আসে কতই গন্ধ
বুঝিনা, হায়, ভাল মন্দ !
হতবুদ্ধি তখন ভাবি মনে—
মৃগনাভির মত এস
আমার গৃহাঙ্গনে,—
ওতপ্রোত সকল দিশি
অঙ্গে তুমি রঙ্গে মিশি'—
অচেতনে চেতনা দাও
রহি সঙ্গোপনে !

কখন ভাবি মনে—
কত যে রস না পাই দিশা!
জিহ্বামূলে ছুট্‌লে নেশা
গঙ্গা জলের মত এস
তৃষ্ণা নিবারণে,-
ধৌত করি বিরোধ নাশি—
অন্তরে সে কলুষ রাশি'
মধুর মত মুখে জড়াও—
চুম্বনে চুম্বনে!

কঠিন পরশ এ সংসারে—
আঘাত পেয়ে বারে বারে—
ফুলের মত, ভাবি, এস-
আমার তপোবনে,—
কভু পূজার থালি ভরে-
কখন বা বুকের পরে—
দেবীর বেশে—রাণীর বেশে
বাঁধ আলিঙ্গনে!



কে

আমার মরুতে কুসুম ফোটালে কে ?
আমার স্বস্তিতে ধুম জোটালে কে ?
সে যে তুমি সে যে তুমি গো
জীবন বন্ধু জীবন বন্ধু মোর !
আমার মৌনের মাঝে কে দিয়েছে ভাষা ?
আমার হতাশার মাঝে কে এনেছে আশা ?
আমার নিরালা কুঞ্জে কে নিয়েছে বাসা ?
আমার বালুচরে স্রোত ছুটাল কে ?
সে যে তুমি সে যে তুমি গো
হৃদয় দয়িত হৃদয় দয়িত মোর !

আমার শুষ্কতা সব রসিয়া উঠিল
নব ফুল পল্লবে,—
আমার কুঞ্জ কুটীর ভরিয়া উঠিল
গুঞ্জন কলরবে,—

আমার উদ্যমহীন জীবনের মাঝে
নব সরসতা আনি কে ভরিলে কাজে?
আমার অনায়াস দিন তূলার শয়ন
লয়ে অবাধে ধূলায় লোটালে কে?
সে যে তুমি সে যে তুমি গো
পরাণ রাণীটি পরাণ রাণীটি মোর



কপোত কূজন

কপোত কুজন করিব দুজন
নির্জ্জনে ;
চাইনা সঙ্গী—ছাড়িব স্বজন
দুর্জ্জনে ;
চাঁদের কিরণে ভরিবে ভুবন,-
ফুলের পরাগে উড়িবে পবন,-
বিধাতা শিল্পী প্রেমের ভবন
সজ্জনে !

চখা-চখী হবে নীরব বনানী
অন্তরে ;
মূর্চ্ছিত হবে নদী কল বাণী—
মন্থরে,—
দূরে গিরিবর দাঁড়াবে নীরবে,-
চকোরী মত্ত জোছনা গরবে,—
পুলক আনিবে বহিয়া দুয়ারে
খঞ্জনে !

ভরা পরাণের পীযূষ ক্ষরিবে
অবিরল,
সোহাগে আদরে নয়ন করিবে
ছল ছল !
মোটা মোটা কথা বেশ বুঝা যায় ;—
প্রেমের কাকলী সে যে বুঝা দায়
জীবন বিকায় শুধু কানা কড়ি
অৰ্জ্জনে !—
কপোত কূজন করিব দুজন
নির্জ্জনে !

নূপুর উঠিবে চরণের শেষে
গুঞ্জরি,—
শোভিবে কবরী-বদ্ধ ও কেশে
মঞ্জরী,
হবে ভূমিতল সহজ শয়ন ;—
মিলন মাধুরী করিব চয়ন,
খেলিবে বিজলী তোমার নয়ন
অঞ্জনে !
কপোত কূজন করিব দুজন
নির্জ্জনে !

কথা থেমে যাবে প্রাণ মন হরি'—
চুম্বনে,—
হাসি থেমে যাবে সুকোমল পরি—
রন্তণে,—
হৃদয় উঠিবে কাঁপি দুরু দুরু,—
চাহনির নাই শেষ—নাই সুরু,—
তা হবে বঙ্কিম ভুরু

কপোত কূজন করিব দুজন
নির্জ্জনে !

মধু তরুলতা, মধু রবি শশী,
তারাদল,
মধু দিন রাত উঠিবে উলসি
মধু-জল,
মধু বাত ঋতু নাচিবে মধুর—
হৃদয়ের তালে পরাণ বঁধুর,
শুনিব কি মধু গান সিন্ধুর
গর্জ্জনে !
কপোত কূজন করিব দুজন—
নির্জ্জনে !



একটি শুনিব কথা

একটি শুনিব কথা জীবনের সেই গান!
প্রিয়তম সেই সুরে ভরিয়া উঠিবে কান!
একবার মধুহাসি হেরিব ও আঁখি কোনে—
নয়ন ভরিয়া রবে, আজীবন দরশনে!
একটি পরশ লাগি' জীবনের অভিলাষ
পূর্ণ হবে চূর্ণ হবে!—ওতঃপ্রোত চারিপাশ!
তারপরে নাই ক্ষতি যাক্ থাক্ চোখ কান—
আনন্দ আনিবে বহি সেই স্মৃতি—সেই ধ্যান!
নাই দেখি নাই শুনি এ বিশ্বের কলরোল—
অসীমের সুধা স্পন্দ প্রাণে শুধু দিবে দোল!
লাখ যুগ যাবে চলি নিমেষের মত হয়ে—
লাখো বিশ্ব দিবে সাড়া দয়িতের শিবালয়ে!

শুনে যদি বাড়ে ক্ষুধা সে শুনা ত শুনা নয়!
যে দেখা না তৃপ্তি আনে সে দেখা কি দেখা হয়?

পরশের মাঝে নাই প্রাণের প্রেমের যোগ
আকাঙ্খা মিটেনা তাই,—বার বার চাহে ভোগ।
আমি চাই সেই দেখা—সেই শুনা—সে পরশ,
একটি আঘাতে সুরে ক্ষরে যাহে বিশ্বরস,—
অনন্তের মাঝে যাহা আপনাতে ভরপুর,—
নানা ছন্দে নানা সুরে আনে যেই একসুর!



ভাষার সীমা

———:o:———

তোমার বচনে যে সুধা রচনা
গানে তা কেমনে আনি?
তোমার নয়নে যে বিজলী খেলে
কোথা পাব তার বাণী?
তোমার চরণ নূপুর ধ্বনিতে
যেই তাল বাজে মম ধমনীতে,
ভাষা দিয়ে তারে ফুটাইব গীতে
সে শকতি নাহি মানি!
তোমার বচনে যে সুধা ক্ষরিছে
গানে তা কেমনে আনি?

নীরব মৌনী ভক্তের মত
শুনি তাই মধু ছন্দ
শ্রবণে আমার এলাইয়া পড়ে
বিশ্বের গীতি বন্ধ!—

ভাষা নাই তাই মরি আমি লাজে
বুঝাতে পারি না কি প্রীতি বিরাজে
তব কঙ্কন রণ-রণি মাঝে
হারাই' পরাণখানি !
তোমার বচনে যে সুধা ক্ষরিছে
গানে তা কেমনে আনি ?
কঠিন হৃদয় মনে কর যদি
করি আমি অবহেলা—
যদি ভাব মনে অর্ঘ্য বহিয়া
অকাজে কাটাই বেলা—

পাছে এ নীরব ধ্যানের পূজায়
হৃদয় দেবতা তৃপ্তি না পায়,—
ভাষা খুঁজে ফিরি মরি শঙ্কায়
ব্যর্থ সাধন মানি !
তোমার বচনে যে সুধা ক্ষরিছে
গানে তা কেমনে আনি ?



চরম মান

আজকে আমি জয়ীর মত
আস্‌ছি ফিরে, রাণি,
শুন্‌ব বলে তোমার মুখে
দুটো মধুর বাণী !
পথে যখন বেরিয়েছিলাম
অস্ফুট আলোকে
ভাবিনি ত আমার পানে
চাইবে হাজার চোখে !
হাজার আঁখি আমার পরে
পড়্‌ল যবে ঘুরে
কা[illegible] দুটি আঁখির কথা
এল পরাণ পূরে !

চারিধারে উঠ্‌ল বটে
জয়ধ্বনি গাহি,—
সবার উপর তবু তোমার
অনুমোদন চাহি !

হাজার হাতে পড়্‌ল যবে
জয়ের করতালি
কিসের আমোদ ? তুমি যদি
না দাও হৃদয় ডালি।
কত সুনাম পারিতোষিক
পদক পরিপাটি—
তোমার মুখে মেঘলা হ'লে
সকল আমার মাটি !
যখন তুমি চেয়ে থাক
সূর্য্যালোকের সম,
মাটিই আমার সোণা দেখায়
উজল মনোরম !
তাই যখনি উঠে পথে
বিজয় কল গীতি—
দেখ্‌তে চাহি চোখে তোমার
উছলে কি প্রীতি !
হর্ষে যদি বিমল ধারা
তোমার চোখে বহে,
বিশ্ব তখন চক্ষে আমার
লুপ্ত হয়ে রহে !

কর্ণে যবে পিযুষ ঢালো
সোহাগ বচন রাশি,
সব পদকের সেরা ভাবি
তোমার স্মিত হাসি।
কাকণ বাঁধা বাহুর পাশে
বাঁধ যখন গলে,
বিশ্ব তখন বেশী কি ধন
দিবে আমার কোলে?



অভিলাষ

———:o:———

ঝঞ্ঝা তোমার বজ্র তোমার
দিও আমায় দিও ;—
প্রিয়ার পথে উড়িয়ে রেখ
মলয় উত্তরীয় ;
সকল কাঁটা সইব যদি
আমার পায়েই ফুটে,-
ছড়িয়ে রেখ পুষ্প শুধু
প্রিয়ার চরণপুটে ;
আঁচড় সে কি সইতে পারে
কোমল ফুলরেণু ?
দাগা যদি দেবেই, প্রভু,
এ বুকে আঁকিয়ো !

বিদ্রোহী সে আমিই, প্রভু,—
দণ্ড হানো শিরে
ব্যস্ত তবু কোরো না মোর
ত্রস্ত হরিণীরে !

চকিত চোখে চাইবে সে যে
মৌন বেদনায়
তার চেয়ে মোর মরণ ভালো
সইবনা সে তায়!
রুদ্র রোষে জ্বালিয়ে দিব
হিংসানলের শিখা—
ভক্তি ভয়ের পূর্ণাহুতি
তায় হবে জানিয়ো!

আমার মাথায় চাপিয়ে দিও
অপমানের বোঝা—
লজ্জাভারে নম্‌বে না শির—
ঘাড় রবে সে সোজা!
পরশ যদি কর, প্রভু,
প্রিয়ার সরমখানি
মরমে তার বাজ্‌বে বড়
সইবে না সে গ্লানি!
প্রলয় তব আমার পথে
করুক মাতামাতি,—
প্রিয়ার ঘরে চাঁদের আলোর
আলপনা টানিও!

আমার মানবী।

মানবী আমার তুমি, নহ তুমি দেবী,
তাই এত ভালবাসি ; পতি পদ সেবি
কর না পাদক জলপান, নিশিদিন
কথা কও সাধারণ—বিশেষত্ব হীন—
সরল মনের ভাব ভাষাতে প্রকাশ ;
ভালবাসা, অভিমান হাবভাব হাস
ঈর্ষা রোষ ত্রুটি দোষ মানবীর মত,
রাঁধা বাড়া শেজ রচা তেমনি নিয়ত।

নীরব সেবার মাঝে আছে তবু গীতি,
মুখর গঞ্জনা মাঝে আছে মৌন প্রীতি ;
ত্রুটি দোষ আছে তাই হৃদয়ের দ্বারে
মানবের প্রাণ লয়ে পরশি তোমারে।
হে বাঞ্ছিতে নহ তুমি কল্পিত আমার
চিরন্তন উৎস তবু মম কল্পনার।



ভবভূতি।

ভারত কবি সভার সেরা মুকুট মণি হে ভব-ভূতি,
তোমার প্রীতি তোমার গীতি ভরেছে গেহ ভরেছে শ্রুতি—
ভরেছে প্রাণ আত্মজ্ঞানে! তৃপ্তি মানে তোমার ভাষে;
করুণ তব তরুণ হয়ে ঝুরিছে নব অরুণাকাশে!
পরশে প্রিয়া—আকুল হিয়া! তোমার বাণী মুখরি উঠে—
'স্বপ্ন না এ জাগিয়া আছি'! 'দহিছে নাএ উৎস ছুটে?'
'বুঝিতে নারি অমৃত বারি কে না কি বুঝি ছিটাল দেহে!'
'নিঙাড়ি চাঁদে সঞ্জীবনে লেপিল বুঝি কোমল স্নেহে!'

হে কবি তব অমৃত বাণী মোহন একি মন্ত্র জানে—
বিরহে ঢাকে প্রেমের ছায়ে—প্রেমের মাঝে বিরহ আনে!
অনাদি যত বেদনারাশি স্পন্দি উঠে সুখের বুকে,
আনন্দ সে দুলিতে থাকে—ফুলিতে থাকে গভীর দুখে!

কাব্য তব শাস্ত্র মত হয়নি ব'লে তোমারে দোষে,
জানেনা তারা তোমার মত না হলে তবে অশাস্ত্র সে;

হৃদয় যাহে ভরিয়া উঠে, প্লাবিয়া উঠে সকল কূলে
উলসি উঠে—উছলি উঠে, মূরছি পড়ে—পড়ে সে ঢুলে,
প্রাকৃত জনে প্রাকৃত ছাড়ি' দেখায় যাহা দিব্য জ্যোতি,
হৃদয় তারে অর্ঘ্য দিয়া কাব্য মাঝে করিবে নতি!
নিয়ম দেবে যে জন সেবে তৃণের রসে সে মজগুল,
পুষ্পে যদি না পায় মধু রসিক জানে কাহার ভুল!

গ্রথিত হেরি তোমার মালা প্রতীচ্যেরা নিল না গলে,
সীতার ব্যথা ঢাকিয়া গেল বিলাস বাসে শকুন্তলে!
আবেগ তব চিরাভিনব ব্যর্থ হল তাদের কাছে!
কি দোষ তব, হে গূঢ় কবি? তোমার যাহা তোমারি আছে!
মালার শোভা কি মনোলোভা ভক্ত জানে সাধক জানে!
তাপস কবি দেবীরে তব সাজালে তাহে মুক্ত প্রাণে!
জানি হে জানি কল্পনাতে আঁকিতে মাথে সীতার ছবি
লক্ষধারে অশ্রু তব শ্মশ্রুরাশি ভরেছে, কবি!
কেবল প্রিয় বিরহ নহে জান কি বহে সুতের ব্যথা!
কেমনে জানে লেখনী তব জননী প্রাণে গোপন কথা!
কেমনে তব বাণীতে ফুটে হৃদয় মাঝে শেলের মত
মরম ভেদী সে হাহাকার জীবনব্যাপী বিরহ এত!

মর্ত্ত্যে তুমি করেছ পূত ফুটায়ে সেথা স্বর্গ দ্যুতি
লাঞ্ছিতারে মাথায় তুলে শিবের মত, হে ভব-ভূতি

ভারত ভূমে চিরন্তন মূরতি দিয়ে গড়িলে নারী,
কমণ্ডলু ভরিয়া দিলে ঢালিয়া তাহে করুণা বারি!
সে যেন দিল গঙ্গাজলে তর্পি আদিকবির প্রাণে—
মূর্ত্তি দিল ব্যথারে তাঁরি আভাসে যাহা আছিল গানে!
লোকের ভাল মন্দ বলা উড়ায়ে দিলে স্নিগ্ধ হাসে!
সীতার মত অনলে কত দহিল সবে তোমারে ভাষে!
বহ্নি হল নির্ব্বাপিত স্বর্ণ সীতা উজলি উঠে—
সকল কোলাহলের পরে তোমার কল কাকলী ফুটে!
প্রেমের হাটে পড়িল সাড়া নূতন এল কি অনুভূতি!
কাব্যে আন যুগান্তর ভারত ভূমে, হে ভবভূতি!



রবীন্দ্র নাথ।

অনেক কাঁটাই গোলাপ হয়ে
ছড়িয়ে দেছে গন্ধ!
অনেক শরৎ শিউলি ফুলে
শিউরেছে নিঃসন্দ'!
কবি তোমার গানের খাতায়
ভরেছে যে পাতায় পাতায়
কত নিদাঘ বসন্তেরি
হিল্লোলিত ছন্দ!
তবু তোমার বাঁশীর তানে
ফুরায়নি আনন্দ!

কোথায় দূরে অচিন পুরে
চেনা ঘুঁ'য়ের ইঙ্গিত
তোমার প্রাণে আকুল তানে
জাগিয়ে দিলে সঙ্গীত!
তিন বছরের তোমার প্রিয়া
গলিয়েছে অতরুন হিয়া,—

প্রান্তরে কোন প্রান্তে ছিল
লজ্জিত আকন্দ,
আজও তোমার বাঁশীর গানে
জাগিয়েছে আনন্দ !

কাল বোশেখী রক্ত আঁখি,
জটা প্রলয় রুক্ষ ;
রুদ্র বিষাণ,—তবু মোদের
সইবে এ সব দুঃখ,-
এমনি যদি হাওয়ায় উড়ে
আনে উষার বক্ষ ফুড়ে
নন্দনেরি ময়ূখ মাখা
স্বর্ণ মকরন্দ
দীপ্তিতে যে রবির মত
ভাঙ্‌বে তম অন্ধ !

চির নবীন তরুণ রবি !—
শিশির হিয়া টল মল !—
ভোরের পাখী নীড়ের কোণে
যার ইসারায় চঞ্চল !—

নির্ঝরে যার লাগ্‌বে দোলা,
জাগ্‌বে বুঝি পাগ্‌লা ভোলা,
ফুলে ফুলে পাপড়ি খোলা,
ঘুচ্‌বে চোখে ধন্ধ
এমনি রবি মিলায় যদি
রাতের নিরানন্দ !

আমরা সবাই খোস হিসাবী
আমরা আছি কাল গুণে,
জীবন তোমার ভরে উঠুক
আরও অনেক ফাল্গুনে,
অনেক বাদল কদম গাছে
লাগাক নেশা ময়ূর নাচে,
কুঞ্জে হউক মুঞ্জরিত
ঢের আরও বসন্ত !
চির নবীন কবি রহ
জাগাতে আনন্দ !



চিত্তরঞ্জন

কাঙাল দেশে—কাঙাল ব্রতী—কাঙাল মহারাজ!
সব তেয়াগি' করিলে কিগো কাঙাল সেবা কাজ!
চরম ত্যাগে মোদের ভাগে করিলে কিবা দান?—
"জীবনজয়ী মরণ মম, মরণজয়ী প্রাণ"!

ভক্ত কবি, শক্ত করি কোমল তব হিয়া
গর্ব্বিতেরে খর্ব্ব কর কঠিন বাণী নিয়া;
চরম ত্যাগে মোদের ভাগে করিলে কিবা দান?-
"বাক্যজয়ী মৌন মম, মৌনজয়ী গান"

জন্মভূমি ভক্ত, ওগো মুক্তিকামী বীর,
ধর্ম্ম তব মর্ম্মলেহি অনত তব শির;
চরম ত্যাগে মোদের ভাগে করিলে কিবা দান?-
"কামনাজয়ী বিরতি মম, বিরাগজয়ী টান"!

ভাইদ্বিতীয়া

"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," বোনটি আমায় ডাকে—
বোনটি আমার বাংলা দেশের কোণটি নিয়ে থাকে—
ভয়ে কাঁপে বুকের আশা জীয়ায় তবু মুখের ভাষা
ক্ষুদ্র দুটি হাত দিয়ে সে যমের দুয়ার ঢাকে!
"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," বোনটি আমার ডাকে!

হায়রে অবোধ দুঃসাহসী, সকল দুয়ার খোলা—
এমনি যদি একটি দিনে যমকে যেত ভোলা—
সত্যি যদি পড়্‌ত কাঁটা, ভাইটি হত লোহার ভাঁটা,
হাতের চাপে পড়্‌ত আঁটা লক্ষ জীবন ফাঁকে!—
"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," বোনটি তবু হাঁকে!

ঘুমিওনা ভাই ঘুমিওনা ভাই পারুল দিদির দেশ,
দেহের পাতে জীবন হেথায় হয়না ত' নিঃশেষ—
এ দেশে ভাই মরণ কোলে নির্ব্বিবাদে জীবন দোলে-
সেই জীবনের আশায় হেথায় বোনটি চেয়ে থাকে,—
"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," তারি আশায় হাঁকে!

জীবন শুধু কাম্‌ড়ে মাটি পড়ে থাকা নয়—
অনিশ্চিতের মাঝে বোনের তাই এ অসংশয়!
উঠ্‌বে তুমি বীরের সাজে, লাগ্‌বে দেশের দশের কাজে,
কীর্ত্তি তোমার—মূর্ত্তি না হ'ক্ ঘুর্‌বে পাকে পাকে,
"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," বোনটি ত তাই ডাকে!

"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," বোনটি আমায় ডাকে—
বোনটি আমার কাঙাল দেশের কোণটি নিয়ে থাকে—
ভয়ে কাঁপে বুকের আশা জীয়ায় তবু মুখের ভাষা
তুহাত দিয়ে কীর্ত্তিনাশা যমের তুয়ার ঢাকে,—
"ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা নেবে," বোনটি আমায় ডাকে!



নৌকা বাহন

—:o:—

কবে হবে নৌকা বাওয়া শেষ
কোথাও কিছু দেখিনা উদ্দেশ!
এই নদীতে ধরেছি হাল
কত সন্ধ্যা সকাল বিকাল;
কত ঝড়ে দিয়ে সামাল
পাকিয়ে দিলাম কেশ,—
নৌকা কবে বাওয়া হবে শেষ?

নূতন বধূ কলস কাঁখে ক'রে
ঘাটে এসে জল নিয়েছে ভরে,
অলস গতি পাদক্ষেপে
অঙ্গলতা উঠ্‌ছে কেঁপে,
কাঁকণধ্বনি গগন ব্যেপে
নীরব অবশেষ!
কখন হবে নৌকা বাওয়া শেষ?

জপের মালা নামের ঝুলি ল'য়ে
প্রৌঢ়া আসি গেছে শিবালয়ে,—
সেই কি বুঝে পূজার মানে—
দেবতা কি তারেই টানে?
আমি চেয়ে স্রোতের পানে
আলুথালু বেশ;
নৌকা কবে বাওয়া হবে শেষ?

হাঁসগুলো সব জলের পরে ভাসে,
কপোত ডাকে লুকিয়ে পাতার পাশে,
ডাহুক ব'সে কেশের বনে,
মাছরাঙাটা আড়নয়নে
রত আহার অন্বেষণে,
মাঠে চরে মেষ;-
কখন হবে নৌকা বাওয়া শেষ?

জেলেরা সব জাল ফেলেছে ঘিরে,
ছেলেরা সব খেল্‌ছে তীরে তীরে,
কর্চ্ছি আমি আনাগোনা,
এক নিমিষের দেখাশোনা,
খর স্রোতে পেরিয়ে গেল
দেশের পরে দেশ ;
নৌকা কবে বাওয়া হবে শেষ ?

কোথায় যাব ঠিকানা নাই ঠিক,—
জানিনাত' ধরেছি কোন দিক,—
আরোহী সব উঠে নামে,
চাহেনা কেউ ডাইনে বামে ;—
একি ভীষণ অবিশ্রামে
যাত্রা নিরুদ্দেশ !
নৌকা কবে বাওয়া হবে শেষ ?



যা হয় কিছু

ভাব্‌ছি আমি গাইব কি আজ গান,—
বল্‌ছ তুমি যা হয় কিছু গাও ;
ভাব্‌ছ তুমি কি করিবে দান,—
বল্‌ছি আমি যা হয় কিছু দাও
যা হয় কিছু ল'য়ে এমনি ধারা
মনের মিলে আমরা দুখহারা !

বল্‌ছি আমি এই দিকেতে যাই,
তুমি বল্‌ছ ওদিক পানে চল ;
তুমি বল্‌ছ এই গীতিটা গাই,
আমি বল্‌ছি সে গল্পটা বল ;—
তর্ক ক'রে ছলছলিলে চোখ,
শেষ মীমাংসা যা হয় কিছু হ'ক !

প্রখর শীতে বদ্ধ ঘরের মাঝে
ভাব্‌ছি মনে যা হয় কিছু করি,—
ভাব্‌ছ তুমি এমন মধুর সাঁঝে
এলোচুলে যা হয় কিছু পরি,—
ভাব্‌তে ভাব্‌তে সময় চলে যায়,
যুবা বক্ষ কেঁদে বলে—'হায়'!

ইচ্ছে করে মুক্ত ক'রে দ্বার
উড়িয়া যাই যা হয় কিছুর দেশে,
ফেলে রেখে সকল জ্বালা ভার
স্বাধীন বায়ু পরশ করি কেশে;
জানি না, হায়, কোথায় গেলে পরে
চলিবে দিন যা হয় কিছু ক'রে!

কোথায় গেলে কলম ধ'রে তবে
ইচ্ছে হবে যা হয় কিছু লিখি,—
যে কোন বই খুলে মনে লবে
হয় ত' আহা যা হয় কিছু শিখি?
তুমি যেথায় দাঁড়িয়ে সদাই পাশে
যা হয় কিছু বল্‌বে স্মিত হাসে!

যেথায় আমার কথায় তোমার মনে
উঠ্‌বে জেগে যা হয় কিছু কথা ;
জড়িয়ে গলা দৃঢ় আলিঙ্গনে
জানাবে কোন সজল আকুলতা,
আমি যেথা যা হয় কিছু ব'লে
মুছিয়ে দিব তোমার নয়ন জলে।

তখন তোমার রক্তিমাভ মুখে
ফুট্‌বে না কি যা হয় কিছু হাসি?
যা হয় কিছু ভাব্‌বে না কি সুখে?
যা হয় কিছু নূতন আশার রাশি
উঠ্‌বে না কি জেগে তোমার প্রাণে
যা হয় কিছু নূতনতর তানে?

তুমি হয়ত' যা হয় কিছু ল'য়ে
পণ করিবে কইব না আর কথা ;
আমি তখন যা হয় কিছু ক'য়ে
ভেঙে দিব তোমার নীরবতা ;
দেখেছি প্রায় সবাই ঝগড়া শেষে
যা হয় কিছু ব'লে মিটায় হেসে!

হয়ত তুমি রইবে দূরে দূরে,
আমি তখন তোমার কাছে যাব
যা হয় কিছু একটা ছুতোয় ঘুরে,
তখন তুমি কর্‌বে কি আর ভাব !
আমি বলি আর কিছু না পারো
যা হয় কিছুর কাছে তুমি হারো !

ধরেছি তান যা হয় কিছু ব'লে,
যা হয় কিছু সোজা মানুষ নহে ;
ধারে না ধার কিছুই ফলাফলে,
শতেক হারে অবিজিত রহে ;
যা হয় কিছুর প্রভাব ভাব যদি
ভয়ে কেঁপে উঠ্‌বে নিরবধি !

কবি কহে, ওগো যা হয় কিছু,
কি ক্ষমতা তোমার চমৎকার ;
জগৎ মাঝে সবায় করে নীচু
চরণ তলে বসাও আপনার !
কবির বুঝি ছিল না আর কাজ
তাই তোমারে স্মরণ করে আজ।

সোণার বঙ্গ

বঙ্গ, তোমার মাটির ক্ষিতি
আমার কাছে সোণার বাড়া
নই কারো পাশ এমন ঋণী
তোমার কাছে যেমন ধারা ;
তোমার স্নেহ অঙ্গে মাখি,
তোমার কোলে ঘুমিয়ে থাকি,
তোমার মধুকণ্ঠ পাখী
কাণের কাছে দিচ্ছে সাড়া ;
বঙ্গ তোমার মাটির ক্ষিতি
আমার কাছে সোণার বাড়া

তোমার মাঠে সোণার বরণ
শস্য পেয়ে জীবন ধরি,
তোমার নদীর স্বচ্ছ জলে
তৃষ্ণাজ্বালা শীতল করি,

আম্র কঁাঠাল গাছে ঘেরা
তোমার কানন সবার সেরা,
যূথী জাতী গোলাপেরা
যোগিজনের হৃদয় কাড়া !
বঙ্গ তোমার মাটির ক্ষিতি
আমার কাছে সোণার বাড়া !

বর্ষা কালে কোথায় পাবে
কাদম্বিনী এমন কালো !
শরৎ রাতে জ্যোৎস্না মাখা
কোথায় পাবে এমন আলো !
কোথায় এমন মলয় হাওয়া
সুনীল আকাশ তারায় ছাওয়া
সূর্য্যি মামার এমন দয়া
কোন দেশে আর তোমা ছাড়া
বঙ্গ তোমার মাটির ক্ষিতি
আমার কাছে সোণার বাড়া !

উর্ম্মি

কত ঘাত আসে কত ফিরে যায়
সাগর তীরে ;
উদার মৌনী হে ভূমা আকাশ,
দেখিছ ধীরে !
কত ঢেউ উঠে পড়ে অকারণ,
কত ভাঙে গড়ে কে করে বারণ,
কতই ঝটিকা মৃদু সমীরণ
কাঁদিয়া ফিরে,
বেলাভূমি শেষে মুকুতার দেশে
সাগর তীরে !

কত ঢেউ আসে কত ফিরে যায়
মানব মনে,
অনাদি অসীম হের উদাসীন,
বিরতি সনে !
কত আশা পূরে বৃথা কত হয়,—
কত লাভ ক্ষতি জয় পরাজয় ;—

হউক বিফল—কিছু নাহি ভয়
বাসনাগণে,
তুমি যদি প্রভু পাশে পাশে থাক
জীবন রণে !

কত ভুল থাকে কত ভেঙে যায়
স্বপন মাঝে,
সব করি দূর, হে লাজহরণ,
মুছাও লাজে !
পদে পদে হয় কতই প্রমাদ,
কত ত্রুটি দোষ, কত অপরাধ,
কত অতৃপ্তি, কত অবসাদ
সকল কাজে,—
সব কর আলো কিরণে তোমার
জীবন সাঁঝে !



মধুরা রজনী

সান্ধ্য গগনে অতি স্থলগনে
সূর্য্য মগনে হাসিয়া—
শুক্লা রজনী আমি ও সজনী
যেতেছি দুজনে ভাসিয়া !
কুমুদবন্ধু গগনে ইন্দু
কত সুধা তবে বরষে
হাসিয়া হাসিয়া চলেছে ভাসিয়া
আমাদেরি মত হরষে !
পবন স্নিগ্ধ গগন স্নিগ্ধ
নিম্নে স্নিগ্ধ জলধি—
দূরে ছায়াময় কানন নিচয়—
সুখের নাহিক অবধি !
সমীর মন্দ ফুলের গন্ধ
আনে তথা হ'তে সুদূরে-
উঠে রিণিঝিনি মৃদু কিঙ্কিণী
প্রিয়ার চরণ নূপুরে !

সহসা আকাশে মেঘ উড়ে আসে,
বহে ভীম বেগে সমীরণ;
সিন্ধু শ্বসিয়া আসিল রুষিয়া
তরণীর সাথে দিতে রণ!
সজল চক্ষে আমার বক্ষে
ভয়ে ছুটে আসে সজনী;-
আজ ভাবি মনে হলনা জীবনে
তেমন মধুরা রজনী!



সর্ব্বনাশের কাল

দরিদ্র ফুকারি' কাঁদে, 'গেল কাঙালের ধন'—
'জমি গেল জমা গেল,' বিষয়ী নিশ্বাসে ঘন,—
আত্মীয় মরিল যার সে কাঁদিছে, 'গেল প্রাণ'—
মানী গণে পরমাদ রাখিতে নারিয়া মান ;—
যাক্ প্রাণ যাক্ মান যাক্ অর্থ যাক্ বাস
অমূল্য অনেক যায়, তবু নহে সর্ব্বনাশ ;
মনোদুঃখে কবি কাঁদে, 'গেল ভাব গেল ভাষা'—
গেল বটে সব গেল, যবে ভেঙে গেল আশা।



এখনো বন্ধন

——:*:——

এক কড়া কাণা কড়ি তাও চোরে নিল হরি',
পারের সম্বল নাই—নিকট শমন,
তবু ত্যজিলি না, মন, মোহ আবরণ ?
এখনো বন্ধন ?

তরী ভগ্ন মগ্ন ওরে তৃণ করে ধর জোরে—
তাও কোথা ভেসে গেল—নামিল মরণ,
তবু মনে আশা হবে তীরে উতরণ ?
এখনো বন্ধন ?

ঝরিয়া পড়েছে ফুল নির্ব্বাপিত দীপকুল
পিঞ্জরে নিদ্রিত শুক মিলিত নয়ন,
শূন্য আজি—শূন্য আজি বাসক শয়ন,
এখনো বন্ধন ?

বদন মদিরা বিনা বকুল মরিল কিনা
অশোক না লভি' মরে রমণী চরণ,
কণ্টকে আবৃত মম নিকুঞ্জ কানন ;
এখনো বন্ধন ?

পদ্মগুলি সরোবরে একে একে গেল ম'রে,
শৈবালে ভরিল জল কটু আস্বাদন—
ঘাটের সোপান ভগ্ন ত্যক্ত বিচরণ ;—
এখনো বন্ধন ?

শেষ হ'য়ে এল আয়ু, হাহা রবে মত্ত বায়ু
ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্যে উল্লাসে মগন,
ছুটিয়া আসিল কাছে অশুভ লগন ;
এখনো বন্ধন ?

শেষ আশা মিলাল রে দিক হ'তে দিগন্তরে,
বাজিল প্রলয়-শঙ্খ গভীর নিঃস্বন ;
পরাণে এখনো মায়া ? হায় মূঢ় মন !
এখনো বন্ধন ?

এখনো ঘুচেনি আশা, মিটেনি কি ভালবাসা,
বক্ষোমাঝে আকাঙ্ক্ষার থামেনি স্পন্দন ?
অতৃপ্তি এখনো আনে নয়নে ক্রন্দন ?
এখনো বন্ধন ?

প্রাণ গেছে তবু স্মৃতি ? প্রেম গেছে তবু গীতি ?
রবি গেছে তবু নভে রয়েছে কিরণ ?
সর্ব্বস্ব ঘুচিলে তবু নহে সমাপন ?
এখনো বন্ধন ?

এখনো কি দুঃখ সুখে কর্ম্মপথ অভিমুখে
সমান আবেগভরে ছুটিবে জীবন ?
নৈরাশ্যে এখনো আশা আঁধারে তপন ?
এখনো বন্ধন ?



অধিকন্তু ন দোষায়

—:*:—

বলেছ কহিতে কথা, আমি গাহিয়াছি গান ;
চাহ শুধু ভালবাসা আমি দিয়া দিছি প্রাণ ;
মান চাহ নাই ভুলে তবু নিছি শিরে তুলে
দিছি অযাচিত ভাবে সবার অধিক মান ;

ভিখারী যাচিছ কিছু—যাহা ছিল সব ভুলে
তুলিয়া দিয়াছি তব করুণ চরণমূলে ;
ব'লেছ চাহিতে ফিরে, চাহি মুগ্ধ আঁখি নীরে ;
ব'লেছ ভুলিতে ব্যথা—তুলিয়াছি সুখতান ;

বলিলে সোহাগভরে "কহ মোরে প্রিয়তম,"
কহিলাম প্রিয়-ভাষ যত জানা ছিল মম ;
ব'লেছ চলিতে জোরে ছুটেছি আবেগভরে ;
বহি শিরে অকাতরে কর যা আদেশ দান ;

তোমার সামান্য যাহা বৃহৎ আমার কাছে ;
তোমার করুণা ধারা ঢাকি' মোরে নামিয়াছে ;
তুমি যা' দিয়াছ প্রভু তুচ্ছ ভাবি নাই কভু,
তৃষার্ত্তে দিয়াছ জল, সুধা ব'লে করি পান।



সব্বমত্যন্ত গর্হিতম্

——:*:——

বেশী গন্ধ পাব ব'লে চাপিয়া ধরিনু ফুলে,
ঝরিয়া পড়িল দল আমারি চরণ মূলে ;
নিত্য দেখিবার আশে মৃগটিরে রজ্জু পাশে
বাঁধি শেষে অনুতাপে মরি নিজ মনোভুলে ;

পাপিয়া গাহিত গান বসিয়া বকুল গাছে,
পিঞ্জরে ধরিনু তারে সদাই রাখিতে কাছে ;
চিরতরে দিয়ে ফাঁকি কোথা চ'লে গেল পাখী,—
বকুল জানাল ব্যথা সমীরণে হেলে দুলে ;

অনল রহিয়া দূরে তাপ দিতেছিল ভাল,
নয়নে ঢালিতেছিল কি মৃদু—কি স্নিগ্ধ আলো,
শুধু বেশী আশা ক'রে ল'য়েছি হৃদয়ে ধ'রে,
দহন ল'ভেছি, হায়, শুধু তারে বুকে তুলে ;

যে যাহা করিতে বলে ক'রে বসি বেশী তার ;
চারিধারে চাপা হাসি তাই উঠে বারে বার ;
তাই যার ভাল করি নিরানন্দ পরিহরি'
সে কখনো শুভ ইচ্ছা করে নাই মন খুলে।



কেন

—:*:—

কেন গাই নাই গান ?
সবে যবে কহে কথা ভাল তবে নীরবতা,
কারো তাহে দহে না পরাণ ;
মহাতর্ক যেথা রাজে এ গীতি কি সেথা সাজে
ক্ষীণ তরি সহে কি তুফান ?
তাই গাই নাই গান।

কেন লিখি নাই গীতি ?
সব কথা হলে শেষ ভুলে বৃথা দন্দ্ব দ্বেষ
আনি প্রাণে সুমহান্ প্রীতি ;
যে ব্যথা গিয়েছে ভুলে পুন তার কথা তুলে
ব্যথা দেওয়া নহে ভাল রীতি ;
তাই লিখি নাই গীতি।

কেন কহি নাই কথা ?
মীমাংসিত তর্ক মাঝে কথা কারো নাহি সাজে ;
কহিলেও শুনে না কেহ তা';
কথা পাছে নাহি থাকে এই ভয় মুখ ঢাকে,
ফেলে রাখে শুধু নীরবতা ;
তাই কহি নাই কথা।



প্রতিনিবৃত্ত

——:*:——

কেন গেছি ফিরে ?
ল'য়ে শুধু বৃথা দন্দ্ব সব দ্বার করি বন্ধ
বসেছিলে মোহ-অন্ধ আপন মন্দিরে,
পাই নাই কোন সাড়া তাই গেছি ফিরে।

কবে গেছি ফিরে ?
যখন বকুল বনে বসন্তের সমীরণে—
নবস্ফুট ফুলকুল সুগন্ধ বিকিরে,
বিহঙ্গ মধুর রবে দিপ্তি পূরিত যবে
জলধি তরঙ্গ তুলে নাচিছে গম্ভীরে,
যখন প্রমত্ত মদে অনশ্বর এ সম্পদে
ভাবিতেছ রমণীর মুখর মঞ্জীরে
করাঘাত করি দ্বারে তবে গেছি ফিরে

কোথা গেছি ফিরে?

স্থখে দুঃখে অনাশক্ত যে আমার চিরত
পরহিত ব্রত যার মনের মন্দিরে,
হেলার অতিথি আমি তথা গেছি ফিরে।



স্মৃতি



ফুল কলি গেল ঝ'রে,
বোলো না 'গিয়াছে ম'রে'
নির্ম্মম বচনে ;
বোলো শুধু 'গেছে চ'লে
আবার ফুটিবে ব'লে
নবীন জীবনে'।

জেগে থাক্—
নয়নে মুছিয়া যাক্—
তপ্ত অশ্রুরাশি ;
স্মৃতিটুকু রাখ তুলে—
আপনার মনোমূলে,
ফেলো না বিনাশি'।

ধৈর্য্য ধর মূঢ় প্রাণী,
শিরে সুমঙ্গল বাণী
কর উচ্চারণ ;
বৃথা কোলাহলে আর
কোরো না অশুভ তার
বিদায়ের ক্ষণ।

আজি বুঝে দেখ বেশ
ধ্বংস নয়—নহে শেষ—
ক্ষণিক বিরাম—
শুধু রূপ হতে স্মৃতি,—
শুধু বস্তু হতে গীতি,—
দেহ হতে নাম

যাবে যদি কেন আসে ?
প্রত্যুত্তর দেয়না সে
গিয়াছে কোথায় ;
যে গিয়াছে পরপারে,
সে কি না বলিতে পারে
কি আছে তথায় ?

যখন সে গেল ঝ'রে,
গেল বুঝি—গেল ম'রে
ভাবিছ নীরবে,
অজানিত দূর দেশে
তখন কি ফুটেছে সে
অপূর্ব্ব বিভবে ?

আরম্ভ না সমাপন ?
সুপ্তি না এ জাগরণ
কে দিবে বুঝায়ে ?
মহৎ উদ্দেশ্য খানি
প্রকৃতি গোপনে টানি'
রেখেছে লুকায়ে।

কাঁদিতেছে আজি যারা,
বৃথা ফেল অশ্রুধারা—
সেত শুনিবে না !
এ নহে ত ক্ষুব্ধ চিতে
এ জন্মের বিপণীতে
বৃথা বেচাকেনা।

রুদ্ধ কর অশ্রুকণা,
আজি আর গাহিওনা
বিষাদের গান ;
শুধু মনে রাখ তার
মুখখানি সুধাধার
কোমল পরাণ।

মনে রাখ স্তব্ধ শোকে
কি হাসি খেলিত চোখে,—
স্ফুরিত অধরে !
কি লাবণ্য গেল টুটে,—
কি সুগন্ধ গেল ছুটে,—
রেখ মনে করে

থামিল কি কল ভাষা,—
ডুবিল কি নব আশা
প্রথম বিকাশে !
মৃদু অঙ্গ পরশন,—
সচকিত দরশন,—
কম্পিত তরাসে !

থামিয়াছে সব আজি,
নিবাও প্রদীপ রাজি
এ দীন কুটীরে,
কোলের ও বীণাখানি
দূরে ফেলে দাও টানি'
গাইও না ফিরে।

ফুল কলি গেল ঝ'রে,
বোলোনা 'গিয়েছে ম'রে'
নির্ম্মম বচনে ;
স্মৃতিটুকু রাখ তুলে
আপন হৃদয় মূলে
যতনে গোপনে



সাগর দোলা

এমনি ক'রে দে দুলিয়ে
দে ভুলিয়ে সকল কাজে—
শুনি যেন বিশ্ব মায়ের
রাতুল পায়ের নূপুর বাজে!
অসীমের যাত্রাপথে
ঊর্ম্মি রথে এমনি দোলা
হেরি যেন তাণ্ডবে সে
নটের বেশে পাগলা ভোলা!
বাঁধা ধরা নিয়ম ভাঙা
তপ্ত রাঙা আঁখির ঝাঁঝে
স্মিত মুখী গৌরী মায়ের
রাতুল পায়ের নূপুর বাজে
জীবনের স্রোতের টানে
প্রেমের বানে এমনি সাড়া
যেন সব ভেঙে চুরে—
নূতন সুরে সকল কাড়া—

যেন সব বিধি বিধান
ধরে ডুবান তুফান মাঝে!
পাগলের বিশৃঙ্খলায়
কার রাঙা পায় নূপুর বাজে!
বহে আসে কোন সে সুদূর
যক্ষ বধূর তপ্ত শ্বাসে
আমাদের প্রতিদিনের
কর্ম্মহীনের ব্যস্ততা সে!
মনে হয় সৃষ্টি ছাড়া
তোলা পাড়া দোলার সাজে!
ওধারে কোন পাশে যে
ফুলের শেজে নূপুর বাজে!



ছুটি

কবির ছুটি গানের খাতায়—
আলোর ছুটি গাছের পাতায়—
ধরার ছুটি স্রোতস্বিনীর জলে ;
ছেলের ছুটি খেলার মাঠে—
বধূর ছুটি পুকুর ঘাটে—
ফুলের ছুটি উড্ডয়মান ফলে ;
নদীর ছুটি সিন্ধু দোলে—
জলের ছুটি মেঘের কোলে—
মেঘের ছুটি বৃষ্টিধারা পাতে ;—
তোমার ছুটি বিশ্ব ঘিরে,
জন্ম পারে মৃত্যু তীরে,
রাঙা উষায় কৃষ্ণ-ঘন রাতে !
তারার ছুটি নবীন উষায়—
ধারার ছুটি শস্য ভূষায়—
শিশির কণার ছুটি পাতায় ঘাসে ;
শিশুর ছুটি মায়ের বুকে—
বুড়ার ছুটি শিশুর মুখে—
যুবার ছুটি প্রেয়সী-নাগপাশে ;

পাখীর ছুটি আকাশ জুড়ে—
শাখীর ছুটি পাতাল ফুঁড়ে—
হাওয়ার ছুটি দিগ্বিদিকে বহে ;—
তোমার ছুটি—অবাক মানি !—
বিশ্ব ছাড়ি—বিশ্বে টানি'—
সবায় চাওয়া—কারে চাওয়াই নহে !
দিনের ছুটি সন্ধ্যাগমে—
বীণের ছুটি গানের শমে—
প্রাণের ছুটি বৈতরণী তীরে ;
গড়ার ছুটি ভাঙন কোলে—
সবার ছুটি প্রলয় দোলে—
হাসির ছুটি আকুল নয়ননীরে ;—
আশার ছুটি হতাশ চোখে—
ভাষার ছুটি রুদ্র শোকে—
দেহের ছুটি শ্মশান ভূমিতলে ;—
তোমার ছুটি মুক্তি বন্ধে—
দুঃখে সুখে ভূমানন্দে—
সমান রহে—সমান ভাবেই চলে

আষাঢ়ে

—:*:-

আষাঢ়ে উঠ্‌ল দেয়া
গগন ভালে
অঝোরে নাম্‌ল ধারা
তাল বেতালে ;
কেতকী তুল্‌ল মাথা
অশোকে ফুট্‌ল পাতা
কলিকা শিউরল ওই
চাঁপার ডালে !

কি যে কি জাগ্‌ল ব্যথা
বিন কারণে !
হৃদয়ে মেঘলা যেন
লাগ্‌ল রণে ;
বেদনা চাপ্‌ল ভারে,
ঝরিল নেত্র ধারে,
কি কথা বল্‌ব কারে
কোন সকালে !

দাহুরী এক তারাতে
তুল্‌ল তানে,
ময়ূরী ডুক্‌রে উঠে
আকুল প্রাণে ;
উড়েছে বকের শ্রেণী,
মানিনীর মান ভাঙেনি,
গাহিছে "বউ কথা কও"
ডালিম ডালে



শারদীয়া

(১)

আগমনী

আগমনীর সুর লেগেছে—
এবার গানে—আমার গানে।
বাদল দিনের বন্যা টুটে
শরৎ এবার ফুট্‌ল ধানে।
এবার শুধুই আবাহনে
ঢেউ খেলে যায় শিউলিবনে—
পদ্মদলের দোল পবনে
হাত ছানি দেয় কাহার পানে।

এবার শুধু স্বাগত গান
হর্ষ তরল শিশির পাতে,
এবার শুধু আশার আলো
আমার মুক্ত জানালাতে ;
ঘোর রজনী ওই ঘুরে যায়
পূব গগনে গোলাপ সাজায় !
নহবতে কে ওই বাজায়
এবার সানাই করুণ তানে ?

এবার তরীর খুলেছে পাল—
কি অনুকূল বইছে হাওয়া !
এবার ত আর হাল ছাড়া নয়—
নয়ত স্রোতের প্রসাদ চাওয়া !
এবার শুধু শ্যামার শিষে
উমার আশীষ রইবে মিশে,
এবার তীরে ভিড়্‌বে তরী
সব আকৃতির অবসানে !
আগমনীর সুর লেগেছে
এবার গানে—আমার গানে।



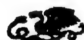
(২)

শারদ মেঘ

শারদ মেলায়
তুলা মেঘ রইনু দূরে—
নীলিমার রঙিন খেলায়
পবনের পরীর পুরে ;
ও বনের শিউলিগুলি !—
তোমাদের যাইনি ভুলি'—
দিতে জল ধাই আকুলি'
গাহি গান মুক্ত স্থুরে ;

শরতের প্রভাত বেলায়
ফুটেছ পদ্ম রাশি,—
চির দিন এমনি হেলায়
ফুটে থাক্ মুখের হাসি
তোমাদের সব বেদনা
মধুপে দেয় চেতনা ;
আমি দিই শিশির কণা—
দরদীর নেত্র ঝুরে—

বিজলীর বেগ যদি বয়—
গোপনে হিয়ার পুরে,
পরাণে টান যদি রয়—
যে থাকে থাক্‌না দূরে
তোমাদের এ উৎসবে
প্রীতি তার র'বেই র'বে—
গীতি তার স্মৃতির রবে
নাচাবে মন ময়ূরে !



(৩)

শিউলি ফুল

——:*:——

ডাক দিয়েছে শুভ্র মেঘে—
"শিউলি, তুমি আছ জেগে?"—
শুনেছি তা' শয়ন থেকে,
আর ঘুমানো নয়!
এবার মোরা পড়্‌ব ঝ'রে
অসঙ্কোচে ধরার'পরে,
বিছিয়ে যাব স্তরে স্তরে
সারা কানন ময়!
ধূলায় লোটার সাধ না জানি;
ছিঁড়বে বোঁটার বাঁধনখানি
বাজ্‌বে প্রাণে বিষম মানি,
তবু ঝরার নেশা—

জানা ত নাই কিছুই ভবে,
অজানারেই চিন্‌তে হবে,
অচিন পথের মহোৎসবে
ছাড়্‌তে হবে ভয় !
আর ঘুমানো নয় !
ওই যে জলদ সব তেয়াগী
ডাক দিয়েছে,—"আছ জাগি" ?
ওর কি ব্যথা মোদের লাগি'
শিশির জলে মেশা !
আমরা হ'ব অমনি ধারা
বিশ্ব লোপী সর্ব্ব হারা,—
বিলিয়ে জীবন ভাঙ্‌ব কারা—
কর্‌ব জীবন জয় !
আর ঘুমানো নয় !—
সব বিলানো গভীর প্রেমে
যে ক্ষণে ভাই যাব নেমে,
পল অনুপল যাবে থেমে
অনন্ত নিমেষে !—

উঠ্‌ব বধূর কাঁকন কোলে,
প্রিয়ার গলার মালার দোলে,
জাগ্‌ব নব হিয়ার কোলে—
মরণ এত নয়!
আর ঘুমানো নয়



(৪)

পদ্ম ফুল

——:*:——

আজ শরতের ওড়না ওড়ে
অভ্র কোলে—কি হিল্লোলে!
জলের কলি চলনা ছুলি—
ওরি তালে আয় সকলে!—
নীল আকাশের
দোলনা দোলে
অভ্র কোলে
কী হিল্লোলে!
আয় সকলে—আয় সকলে!
আয়রে কোকে কৈরবেরা—
আয় নলিনী শেওলা ঘেরা—
রক্ত কমল সবার সেরা—
নেচে নেচে আয়রে চ'লে!

শুভ্র মেঘের দোদুল হাওয়ার
লেগেছে আজ পরশ গায়ে,
আজ সরসীর সরস নাচের
নাচন সাড়া পড়্‌ছে পায়ে ;—
আজকে কি আর থির থাকা যায় ?
যেমন যে র'স্ আয় ছুটে আয়
আজ পবনের নবীন দোলায়
দুল্‌ব মোরা রঙীন দোলে !
কমল কলি আয় সকলে !
অলির গুণ গানেই নহে
মোদের চরম সার্থকতা,
আজ বিকাশের বেদনাতে
বুঝেছি ভাই সার সে কথা ;
রিক্ত দানে মেঘের ডাকে
ঘা দেছে সেই বেদনাকে,
আজ আমাদের পূর্ণতাকে
দানের প্রাণে পাবই বলে।

নীল আকাশে
দোলনা দোলে
অভ্র কোলে—
কি হিল্লোলে !—
অমল কলি আয় সকলে !



(৫)

ভ্রমর

——:*:——

মউবনে গুঞ্জন,—
চঞ্চল যৌবন,—
ঊর্ম্মির কম্পনে
আমরা ও উন্মন!
শিহরিত শিউলিতে
ঝর ঝর চৌদল,
ঘরে ফিরে কলসীতে
জল ভ'রে বউদল,
কন্ কন্ বেজে উঠে
ছল ভরে কঙ্কন!—
আমরাও উন্মন!

সরসীর নীরে নীরে
কমলের সৌরভ,
সরসীর তীরে তীরে
ভামিনীর গৌরব,

কুঞ্চিত কেশদাম
শিথিলিত বন্ধন !—
অলিকুল উন্মন !

ওই শোন মদকল
কলরব হংসের,
ওই হের ঝলমল
কর্ণাবতংসের,
এই লও অবাদল
পবনের চুম্বন !—
আমরা ভ্রমর দল
আমরাও উন্মন !

নদ-নদী থই থই—
নির্ম্মল জলধার,
ভরা পালে তরী ওই
চলে বেগে আপনার,
অমলিন্ জ্যোৎস্নায়
স্নান করে ঝাউবন !
আমরাও উন্মন !

শরতের উৎসবে
চঞ্চল যৌবন,
আমরাও অলি সবে
তুলি সেথা গুঞ্জন,
নৃত্যের মঞ্চের
অধিকারী খঞ্জন !
আমরাও উন্মন !



(৬)

মরাল

মানসে আজ মন ধরেনা—
টান্ দিয়েছে কোন্ অচেনা!
শারদ মেঘের কোল্ ঘেসে চল্
ঝুরিয়ে মদকল;
ডাক্ শুনে সব চাইবে লোকে
ঊর্দ্ধ পানে ডাগর চোখে;—
সাদায় সাদা মিলিয়ে র'ব—
বাড়্বে কুতূহল!
চল্ উড়ে ভাই চল্
"কোথায় প্রিয়া?" "কোথায় প্রিয়া?"-
সুর সে নিরন্তর,—
ওই মানিনীর মান ভেঙে যায়
অশ্রু ঝর-ঝর!—

বাদলে আজ লুকাল কে
উজল মণি কাজল চোখে ?
আজ আর মিছে চাটুবাণী—
আজ আর মিছে ছল
চল্ উড়ে ভাই চল্ !

সরোবরে অথই জলে
দাঁড়াব ঘাড় তুলে
সাদা পদ্মবনের পাশে ;—
বিশ্ব যাবে ভুলে !
হঠাৎ মোদের কলরবে
চমক ভেঙে দিব সবে !—
বালুর তটে ফেনার মত
রইব অচঞ্চল !—

এমনি ফুটে উঠুক মোদের—
লুকোচুরি খেলা
আজ শরতের দুপুর রোদের
আলো ছায়ার বেলা !
আজ নলিনীর পুরোভাগে
প্রজাপতির নাচন লাগে,
কানায় কানায় উঠ্‌ছে ভরে
মন-সরসীতল !
আজ এরে ভাই সাম্‌লানো দায়
চল্‌ উড়ে ভাই চল্‌ !



(৭)

শরৎ ও সকলের গান

শরৎ— অনেক দিনের পরে দ্বারে
আবার এসেছি!
আমারে মনে আছে কি?
শিশির ধোয়া বনের পথে
ধরার পূর্ণ মনোরথে—
আঁজ্‌লা ভরা স্নেহের রসে
ভরে দিয়েছি!
আমারে মনে আছে কি?

সকলে— ভুল্‌তে পারি তোমারে যে ভাব্‌লে কিসে? ছিঃ
তোমার আশে দুয়ার পাশে ছুটে এসেছি!
তোমার আগমনের সাড়া
হিয়ায় করে তোলা পাড়া
তাইত মোরা মাতোয়ারা
হেথায় জুটেছি!—

শিউলি ও পদ্ম—শিউলি আমি ঝর্‌ছি বনে—

পদ্ম আমার দোল পবনে—

ভুল্‌তে পারি তোমারে যে ভাব্‌লে কিসে? ছিঃ?

অলি ও মরাল—অলি আমি মর্‌ছি ঘুরে—

মরাল আমি তুল্‌ছি সুরে

ভুল্‌তে পারি তোমারে যে ভাব্‌লে কিসে? ছিঃ!-

মেঘ— অভ্র আমি কার লাগি আজ

ধরেছি এই ভিখারী সাজ—

ভুল্‌তে পারি তোমারে যে ভাব্‌লে কিসে? ছিঃ!-

সকলে— মনে আছে তোমায় সখা শুভ্র কেশের গৌরবে—

মনে আছে চন্দ্ররাকা উজল বেশের সৌরভে—

ভুলিনি যে কানে কানে গানটি শুনেছি!—

আছে মনে দোয়েল শ্যামার শিষে তোমার জয় গানে,

আছে মনে শস্যশ্যামল ঢেউখেলান ময়দানে,

ভুল্‌তে পারি তোমারে যে ভাব্‌লে কিসে? ছিঃ!

শরৎ— অনেক দিনের পরে ধরায় নেমে এসেছি !—
কি দিব দান ভেবে দেখিনি—
এবার শুধু আমার অসীম মহিমাতেই মণ্ডিয়া
হতাশ চোখের উদাস আলোক চাইরে যেতে খণ্ডিয়া ;
রিক্ততা কই ? বাইরে না সে ? দেখ ভেবে মন দিয়া—
কে আজ ভিখারী ?—

কর্ম্মভীরু মনে যে দীন
সেই ভিখারী, সে আজি হীন ;
তাহার তরে শিশির তুহিন
অশ্রু ফেলেছি ;
বন্যা পারে ভাসিয়ে নিতে অতিরেকের ভার,
অনেকটা তার আবর্জ্জনা অনেক অদরকার,—
পূর্ণ তারে ধর্‌তে নারে লুটের কাছে তার ;
দখল বনেদী ;—
বাইরে ত সে নেইক ব'সে,—
নিজেই ফুটে নিজের রসে ;—
অনেক দিনের পুরাণো সে
বার্ত্তা এনেছি ;—

অনেক দিনের পরে বঁধূ দ্বারে এসেছি ;
কি আবাহন দেবে সবে আজ তোমাদের এ উৎসবে
আজ বিকাশের দোল গরবে
প্রাণে পেলে কি ?

সকলে—কি আবাহন দিব সবে আজ আমাদের এ উৎসবে
আজ বিকাশের দোল গরবে
প্রাণে পেয়েছি !



নিবেদন

তোমার মন্দির দারে, হে বঙ্গ ভারতি,
যশস্বী পূজারি কত করিছে আরতি ;
তার মাঝে স্নেহহীন
আমার প্রদীপ ক্ষীণ
প্রকাশিছে হীনজ্যোতি—মলিন মূরতি

তবু তুমি জান, মাগো, সঙ্গীতে নূতন
গাইতে তোমার স্তব করেছি যতন ;
করি নাই অবহেলা,—
পথে ঘাটে মিছে খেলা,—
সাধ পূর্ণ নহে তবু—বিফল সাধন।

সে শুধু মা শক্তিহীন—সাধ্য নাই—বলে
ভগ্নবীণা লয়ে আসি তব পদতলে ;
ভক্তিতে, বিশ্বাস আছে,
পড়িনা কাহারো কাছে।
হারিনা নয়ন জলে অবনী মণ্ডলে।

তাই যবে ঘৃণা ভরে তব ভক্ত গণ
দলে যায়, নির্ব্বিবাদে সহি সে বেদন ;
পরেরে করিয়া দ্বেষ
যে প্রতিভা হয় শেষ
তার মত হতভাগ্য কাহার জীবন ?

তবু যদি দীপ মম জ্বলিতে না পারে,
সমালোচকের তীব্র গরল ফুৎকারে
হয় যদি নির্ব্বাপিত,
নহি তাহে ক্ষুব্ধ চিত ;
কি খেদ পিছায় যদি যোগ্যতা বিচারে

তোমার নিকটে, মাগো, মম ক্ষীণ বাণী
রুদ্ধ নাহি হবে কভু—বেশ মনে জানি ;
মগ্নরে আনিতে কূলে,
দুর্ব্বলে ধরিতে তুলে,
প্রসারিত তব কর, হে দেবি কল্যাণি !

ক্ষুদ্র বা মহান্ ব'লে করনা বিশেষ,
যে যা দেয় তাই লও নাহি ঘৃণা লেশ ;
উছলিত মহাসিন্ধু—
যে আদেশে, বারিবিন্দু—
তুমি জান সমভাবে বহে সে আদেশ ।

সে সাহসে আজি, মাগো, শুষ্ক বনফুলে
রচি' অর্ঘ্য আসিয়াছি তব পাদমূলে,—
যথা শক্তি রচি' গান
করেছি চরণে দান ;—
কে করিবে অপমান তুমি নিলে তুলে ?



কবিতার প্রতি

যতই তোমায় বিদায় দিছি বারে বারে,
ঘুরে ফিরে আবার আসি তোমার দ্বারে ;
তোমার বাণী তোমার হাসি,—
বল্‌তে বাধে, 'ভাল বাসি,'—
মুগ্ধ তবু তোমারই ওই আঁখির ঠারে !—

প্রাণের তারে বুলালে কর করুণ স্নেহে—
পুলক যেন তড়িৎ ছুটে সকল দেহে,—
ঘুর লেগে যায় নম্র শিরে—
ঝাপসা দুচোখ সুখের নীরে,—
পারে গিয়ে তাকিয়ে থাকি তোমার পারে

নাইবা দিলে ললাটে মোর বিজয় টীকা,
জ্বালিয়ে দেছ পরাণে মোর হোমের শিখা ;
জ্বল্‌বে তাহা জ্বল্‌বে তাহা
সঙ্গোপনে ;—স্বাহা ! স্বাহা !—
নাইবা হল আতস বাজি পথের ধারে।



সমাপ্ত

সূচী